দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 3 1 JUL 1993
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

রাজধানীর স্কুলগুলির বাস্তবচিত্র

ক্লাসে ছাত্র কম ঃ কোচিং সেন্টার জমজমাট

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ স্কুলের ক্লাস কক্ষ ফাঁকা। ছাত্রছাত্রীরা ঠিকমত না আসায় শিক্ষকরা পড়াতে পারছেন না। অথচ পাশাপাশি কোচিং সেন্টারগুলি জমজমাট। ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ে এসব সেন্টারে স্থান সংকুলান হয় না।

ঢাকার স্কুলগুলির এটিই এখন বাস্তব চিত্র। এ অবস্থা বিশেষ করে দশম শ্রেণীতে। যারা এবার এসএসসি দেবে তারা স্কুল ছেড়ে ছুটছে কোচিং সেন্টারে। স্কুল এখন শুধু পরীক্ষা দেবার জায়গা। আসল লেখাপড়ার জায়গা হল কোচিং সেন্টার।

এদিকে কোচিং সেন্টারগুলিতে এখন প্রায় 'ঠাঁই নাই' অবস্থা। বিশেষ করে সেইসব কোচিং সেন্টার যেগুলির পরিচালনায় রয়েছেন খ্যাতনামা স্কুলের শিক্ষকরা। যাদের অমোঘ 'সাজেশান' পরীক্ষা বৈতরণী পার হবার বড় গ্যারান্টি। নামে কোচিং সেন্টার হলেও এগুলির ব্যবস্থাপনা মোটামুটি এক একটি স্কুলের মতই। এখানেও শ্রেণী ভাগ আছে। বিষয়বস্তু অনুযায়ী ব্যাপকভাবে ক্লাস নেয়া আছে। ক্লাসের নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে। সকাল দুপুর বিকাল সন্ধ্যায় ব্যাচ করে পড়ানোর ব্যবস্থা।

যেসব বাড়িতে এইসব কোচিং সেন্টার অবস্থিত তার ধারণ-ক্ষমতা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কোচিং-এর বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেলেও নিচু ক্লাসের ছাত্র-

(৮-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ক্লাসে ছাত্র কম ঃ কোচিং সেন্টার জমজমাট

ছাত্রীরাও এখন ক্রমে ক্রমে কোচিং সেন্টারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। শুধু একটি বিষয়েই নয়, বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক পৃথক কোচিং-এর জন্য তারা পুরো সপ্তাহজুড়ে বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে দৌড়াদৌড়ি করছে। কেউ ইংরেজী ভাল পড়ায়, কেউ অংক, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় পড়তে হয় বিভিন্ন জনের কাছে। কারো কাছে ব্যাকরণসহ বাংলা। দৌড়াদৌড়ি শুধু ছাত্রছাত্রীদেরই নয়, ওদের সঙ্গী হিসাবে ছুটতে হয় অভিভাবকদের। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এ দায়িত্ব পালন করেন মায়েরা।

ছেলেমেয়েদের শিক্ষাখাতে খরচ এখন আর হিসাবের মধ্যে নেই। কোন কোচিং সেন্টারে ৫শ, কোথাও ৮শ, কোথাও হাজার, কোথাও বা আরো বেশী ঢালতে হচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে প্রতিদিনের আনুষঙ্গিক খরচ। কোচিং-এ যেসব 'সাজেশান' দেয়া হয় সেগুলি এবং তার উত্তরপত্রের ফটোকপি করা এসব খরচের অন্যতম।

এসএসসি পরীক্ষা যতই এগিয়ে আসছে দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের কোচিং-এর চাপ ততই বাড়ছে। এমনও কোচিং সেন্টার রয়েছে যেখানে এখন আর কাউকে ভর্তি করা হচ্ছে না। কয়েক মাস আগেই এসব সেন্টারের সব আসন 'বুকড' হয়ে গেছে। একটি বিখ্যাত স্কুলের শিক্ষক পরিচালিত নিউমার্কেট এলাকার একটি কোচিং সেন্টারে এখন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রতিদিন চারটি ব্যাচে দেড়ঘন্টা করে দশম শ্রেণী ছাত্রছাত্রীদের পড়ান হচ্ছে। প্রতি ব্যাচে অন্তত ১৫ জন করে ছাত্রছাত্রী ক্লাস করছে।

কোচিং ক্লাসের দিকে এভাবে ঝুঁকে পড়ায় দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা এখন নিয়মিত স্কুল করতে পারছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি অনিয়মিত ও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আর এর ফলে শিক্ষকদের পক্ষে ক্লাস নেয়াও অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছে।

একটি স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক এ পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, এ অবস্থা তাদের ভাবিয়ে তুলেছে। এ পরিস্থিতি চলতে পারে না। এর একটি বাস্তবানুগ সুরাহা হওয়া উচিত।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় আজিমপুরের অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানা গেছে। এসব ব্যবস্থার মধ্যে থাকছে 'পার্সেন্টেজ' প্রথা চালু। ক্লাসে উপস্থিতির হার নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ না হলে ছাত্রছাত্রীদের তারা পরীক্ষায় অংশ নিতে দেবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবছর থেকেই তারা এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে।